মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সম্প্রদায়ের যৌথ প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ISCG | Inter Sector Coordination Group

রোহিঙ্গা সাড়াদানে কর্মরত মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

কক্সবাজার, ৫ জুন ২০২০

এ বছর ইন্টার সেক্টর কোঅর্ডিনেশন গ্রুপ (আইএসসিজি) এর অংশীদার- জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ও এনজিওগুলি বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করছে। কোভিড১৯ মহামারীর মধ্যে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় জীববৈচিত্র্য। বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী ক্যাম্পের আবাসস্থল এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ফলে ঝুকিতে থাকা কক্সবাজার জেলার পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

২০১৭ সালের আগস্টে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে, উখিয়া এবং টেকনাফ সহ জেলার বিস্তৃত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার এবং হাতিসহ বিপন্ন প্রজাতির প্রাণির সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকারের নেতৃত্বে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ ও এনজিওগুলো সম্মিলিত পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাগুলো ক্যাম্প ও আশেপাশের স্থানীয় এলাকায় এক হাজার হেক্টরের বেশি বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার করেছে এবং ভূমির ক্ষয় রোধে ভুমিস্তিতিশীল করে এমন স্থানীয় প্রজাতির গাছ রোপণ করেছে। যা রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী পরিবারগুলিকে ভূমিধ্বস এবং বন্যার ঝুঁকি থেকে রক্ষা করতে সহযোগিতা করছে।

কক্সবাজারবাসীর এবং রোহিঙ্গাদের জীবন ও জানমালের নিরাপত্তায় মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ জলাভূমি ব্যবস্থাপনার কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করেছে যা নদী, খাল, তীর, এবং জলাশয় রক্ষার পাশাপাশি ভূমিধ্বসের ঝুঁকিকে কমিয়ে আনবে। তদুপরি, জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ও এনজিওগুলি জীবন-জীবিকার উন্নয়নে আধুনিক জলবায়ু-বান্ধব টেকসই কৃষি সহায়তা দিচ্ছে। এছাড়া, ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন স্থানীয় এলাকাসহ বাসাবাড়িতে সৌরবিদ্যুতের বাতি স্থাপনের কার্যক্রম চালাচ্ছে।

২০১৮ সালে শরণার্থীদের মাঝে তরল পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিতরনের একটি প্রকল্প চালু হয় যাতে শরণার্থীদের পাশাপশি স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে হয়েছে। বর্তমানে সকল শরণার্থী এবং ৩৫০০০ এরও বেশি স্থানীয় পরিবারের মাঝে গ্যাস সিলিন্ডার এবং চুলা বিতরণ করা হচ্ছে। এটি শরণার্থীদের মধ্যে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাকে প্রায় ৮০ শতাংশে নামিয়ে এনেছে। একইসঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ক্যাম্পের আশেপাশের এলাকায় সামগ্রিকভাবে জ্বালানী-কাঠের চাহিদা শরণার্থীদের-আগমনের আগের চাহিদার তুলনায় প্রায় এক তৃতীয়াংশ কমে এসেছে।

পরিবেশ দিবসে আইএসসিজি এর অংশীদাররা কক্সবাজার জেলার জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা ও পরিবেশের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে চলমান সমন্বিত উদ্যোগগুলিকে আরো বড় পরিসরে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সহযোগীতা ও সংহতির আহবান জানাচ্ছে।

সমাপ্ত

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন-
সাইয়্যেদ মো. তাফহীম, communications2@iscgcxb.org